যায়যায়দিন

তারিখ ০৭ NOV ২০১২
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবির ভর্তি নিয়ে আবারো জটিলতা

১২ বিষয়ে ভর্তির সুযোগ হারাচ্ছে মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

প্রতি বছরের মতো এবারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথমবর্ষ ভর্তি প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি না করার জন্য পূর্বের ১০টি বিষয়ের সঙ্গে নতুন করে আইন ও ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ বিষয় দুটি যুক্ত হওয়ায় এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছেন মাদ্রাসাপড়ুয়া কয়েকজন

জটিলতা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

জটিলতা : ঢাবির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পাস করা শিক্ষার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম আগামী ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেছে হাইকোর্ট।

জানা যায়, গত কয়েক বছর ধরেই মাদরাসা ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্তারোপ করে আসছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ভর্তির ক্ষেত্রে জুড়ে দেয়া হচ্ছে একের পর এক শর্ত। ইতোমধ্যেই তারা কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদসহ বিভিন্ন অনুষদভুক্ত ৮টি বিষয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে- বাংলা, ইংরেজি, ভাষাবিজ্ঞান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, উন্নয়ন অধ্যয়ন, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ এবং স্বাস্থ্য অর্থনীতি। কিন্তু ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে নতুন করে আইন ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারাবিলিটি স্টাডিজ বিভাগ দুটি জুড়ে দেয়ায় আবারো ফুঁসে ওঠে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গত ১৪ অক্টোবর মাদরাসা থেকে পাস করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন, সাইফুল্লাহ, মাহমুদুল হাসান ও মোহাম্মদ তসলিমুল আলম একটি রিট আবেদন দায়ের করেন। তাদের পক্ষে দুজন আইনজীবী আদালতে শুনানি করেন। এক দিন পরই ১৬ অক্টোবর বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ পাস ভর্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত আগামী ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেন। একই সঙ্গে বিভাগ দুটির ভর্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না- তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে। রুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার, আইন অনুষদের ডিন ও চেয়ারম্যান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের পরিচালককে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ওপর শর্তারোপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে মাদরাসা শিক্ষার্থীরা এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০ নম্বর পড়ে আসায় ১০টি বিষয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ আসায় হতাশা প্রকাশ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রতি বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম পিছিয়ে যাচ্ছে। একটি বিষয় কেন্দ্র করে মাসের পর মাস ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সেশনজটসহ শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রতিকারস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন তারা। ঢাবি ও জবিতে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থী মো আশিক জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত অনুযায়ী আমার আইন বিভাগ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই ভর্তি কার্যক্রম বিষয়টির ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. নাসরিন আহমাদ বলেন, ভর্তির বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত বৈঠক হয়নি। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য নয়।